বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ ও সার্টিফিকেশন বিধিমালা (খসড়া), ২০২৪: একটি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

(Bangladesh Film Certification Act, 2023 and Certification Rules (Draft), 2024: A Review and Evaluation)

এস এম ইমরান হোসেন[১]

ARTICLE INFO

Article history
Date of Submission: 19-02-2025
Date of Acceptance: 03-07-2025
Date of Publication: 10-11-2025

ABSTRACT

The research paper presents a critical analysis and evaluation of the Bangladesh Film Certification Act, 2023 and the Film Certification Rules, 2024 (Draft). The purpose of this article is to analyze the process of evolution of film censorship in Bangladesh and the limitations and possibilities of film certification law in its continuation. In this article, comparative analysis with film certification structure, rating system, evaluation symbols and film classification system of several countries has also been done for review. After reviewing the said Certification Act and the draft rules, it can be seen that the law is time-befitting, but the government has absolute control over several sections, including the access of government officials in the certification board, child psychologist Narakha, and the suspension or exhibition of films. At the same time, after reviewing the Film Certification Rules (Draft) 2024, it can be seen that some amendments are also needed in the field of film rating and classification. The rules do not provide details about filming of sub-judice matters, display of warnings on screen for a sufficient period of time during tobacco and drug use and intimate scenes. Moreover, despite the various restrictions, this certification law and rules (draft) will start a new era in the film industry of Bangladesh.

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এবং চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা, ২০২৪ (খসড়া) এর একটি পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপের বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং এরই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইনের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাসমূহ বিশ্লেষণ করা। আলোচ্য প্রবন্ধে পর্যালোচনার প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি দেশের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন কাঠামো, রেটিং পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রতীক এবং চলচ্চিত্রের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির

[১] সহকারী অধ্যাপক, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

DOI: https://www.doi.org/10.59146/SSP.v18i1.7536

সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচ্য সার্টিফিকেশন আইন এবং খসড়া বিধিমালাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আইনটি যুগোপযোগী তবে সার্টিফিকেশন বোর্ডে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্য, শিশু মনোবিদ না রাখা এবং চলচ্চিত্র স্থগিত বা প্রদর্শনী বন্ধ করাসহ বেশ কিছু ধারায় সরকারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা তথা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একই সাথে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা (খসড়া), ২০২৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, চলচ্চিত্র রেটিং এবং শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রেও কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। যে কোন বিচারাধীন বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ, তামাক এবং মাদকের ব্যবহারের সময় স্ক্রীনে পর্যাপ্ত সময় ধরে সতর্কবার্তা প্রদর্শন এবং অন্তরঙ্গ দৃশ্যের মাত্রার ব্যাপারে এই বিধিমালায় বিস্তারিত বলা নেই। তদুপরি, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সার্টিফিকেশন আইন এবং বিধিমালা (খসড়া) বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে নতুন দিনের সূচনা করবে একথা বলা যেতে পারে।

মূলশব্দ: চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন, রেটিং পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রতীক, চলচ্চিত্রের শ্রেণিবিন্যাসের বিধিমালা, সেন্সরশিপ

১. ভূমিকা

চলচ্চিত্র একটি গণসংস্কৃতির পণ্য হিসেবে রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং কারসাজিতে কাজ করে (Adorno,1979)। শেরজিঞ্জারের মতে, (Scherzinger, 2017) সেন্সরশিপ আইনগতভাবে অনুমোদিত যা জনসাধারণের উপর নিষেধাজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুর উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। চলচ্চিত্র রেটিং হচ্ছে এক ধরনের সেন্সরশিপ যেখানে জনসাধারণের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় যে তারা কী ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে পারবেন (Austin, 1980)। পৃথিবীর অনেক দেশেই চলচ্চিত্র ক্লাসিফিকেশন, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেট এবং চলচ্চিত্রের শ্রেণিবিন্যাস নামে চলচ্চিত্র রেটিং প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে (Vaughn, 2006)। এই রেটিং ব্যবস্থা চলচ্চিত্র দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং শিশুর অভিভাবকদের সহায়তা প্রদান করে। রেটিং এজেন্সিগুলো জোর দিয়ে বলছে যে, তারা চলচ্চিত্রের গুণগতমান মূল্যায়ন করছে না বরং ব্যক্তি বা অভিভাবকদের চলচ্চিত্রটি দেখার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করছে (Gross, 1997)। অর্থাৎ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন মূলত চলচ্চিত্রের দর্শকের বয়সভিত্তিক শ্রেণিকরণ এবং প্রতীক প্রদান ব্যবস্থাপনা যেখানে চলচ্চিত্রের দর্শক আগে থেকেই অবগত থাকতে পারেন যে তিনি কি ধরনের চলচ্চিত্র দেখতে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের সেন্সর ব্যবস্থা বেশ প্রাচীন। ২০২৩ সালে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড নামে পরিচিত ছিল। মূলত ব্রিটিশ শাসন আমলে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮-এর মাধ্যমে এদেশে চলচ্চিত্র সেন্সর বা নিয়ন্ত্রনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫২ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সরস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড' নামকরণটি করা হয়। দি সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮-তে মূলত সিনেমাটোগ্রাফ এবং সেন্সরশিপ অ্যাক্ট একসাথে ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট ১৯১৮ থেকে পৃথক করে ১৯৬৩ সালে 'দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট-১৯৬৩' নামে নতুন আইন তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪১ নং আদেশ বলে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন ১৯৬৩ সংশোধিত আকারে গ্রহণ করা হয়। ২০০৬ সালে উক্ত আইনের বেশ কিছু ধারা সংশোধন, সংযোজন ও প্রতিস্থাপন করে আইনটিকে The Censorship of Films

(Amendment) Act, 2006 নামে অভিহিত করা হয়। আইনটিতে ১৮টি ধারা রয়েছে। মূল আইনের ১৬টি ধারার মধ্যে ১৩ ও ১৮ নং ধারা দুটি বিলুপ্ত হয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র পরীক্ষণ পদ্ধতি, আপীল, সনদপত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রী এবং আইন-বিধি বর্হিভূতভাবে চলচ্চিত্র ও প্রচার সামগ্রী প্রদর্শনের দায়ে এগুলোর আটক করার বিষয়ে চারটি নতুন ধারা (4A, 4B, 6A, 7A) সংযোজন করা হয় (বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, ২০১৬)। দীর্ঘদিন থেকেই চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টদের দাবির মুখে ২০২৩ সালে এই চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন করা হয় এবং পূর্ববর্তী এই বিষয়ক সকল আইন রহিত করা হয়। ২০০৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি Censorship of Film Acts, 1963 এর সংশোধনী হিসেবে The Censorship of Films (Amendment) Act, 2006 আইন নামে একটি নতুন আইন সংযোজন করা হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্তৃক চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা

1. The Censorship of Film Act, 1963
2. The Censorship of Film (Amendment) Act, 2006
3. The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977
   (The Censorship of Film Act 1963 এর Section 10 মোতাবেক প্রণীত)
4. The Code for Censorship of Films in Bangladesh 1985
   (The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এর বিধি 13 মোতাবেক জারিকৃত)
5. The Cinematograph Act, 1918
6. চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন, ২০১১
7. The Censorship of Films (Amendment) Ordinance, 1976
   (Ordinance No. XVIII of 1976)
8. The Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1976
   (Ordinance No. XVIII of 1976)
9. The Cinematograph (Amendment) Ordinance, 1982
   (Ordinance No. LVII of 1982)

[সূত্রঃ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ২০১৬]

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

আমেরিকায় চলচ্চিত্র রেটিং সিস্টেম তৈরি হয় ১৯৬৮ সাল থেকে (Austin, 1980) যখন মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা (এমপিএএ) তাদের পূর্বেকার নৈতিক সেন্সরশিপ গাইডলাইন যা কিনা ‘হেইস কোড’ নামে পরিচিত তা প্রতিস্থাপন করে (Friedman, 1973) ২০২৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড’ গঠন করে সরকার। ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩- এর উপধারা (১) অনুসারে গঠিত হয়েছে এই বোর্ড (হোসেন, ২০২৫)। তবে সার্টিফিকেশন আইন প্রণীত হলেও যেটির আলোকে এই আইন কাজ করবে অর্থাৎ বিধিমালা সেটি এখনও চূড়ান্ত আকারে প্রণীত হয়নি। চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ এর ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বিধিমালা, ১৯৭৭’ অনুসারে সিনেমা মূল্যায়ন শুরু করেছে সার্টিফিকেশন বোর্ড। এই বিধিমালায় সর্বজনীন (unrestricted) ও প্রাপ্তবয়স্ক (adult) এই দুই ক্যাটাগরিতে সেন্সর সার্টিফিকেট প্রদানের সুযোগ রয়েছে (হোসেন, ২০২৫)। বাংলাদেশ সরকার

একই সাথে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা, (খসড়া) ২০২৪ প্রস্তুত করছে যেটি এখনও খসড়া পর্যায়ে রয়েছে এবং সর্বসাধারণের ভেটিংয়ের পর এটি কার্যকর হবে। এরপর পূর্বের বিধিমালাসমূহ বিলুপ্ত হবে এবং নতুন বিধিমালার আলোকে চলচ্চিত্র মূল্যায়ন এবং প্রতীক প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশে সেন্সর বোর্ড নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ আগে থেকেই বিদ্যমান। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সেন্সর বোর্ডের ন্যারেটিভ তৈরিই হয়েছে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক শিল্পকর্ম দমনের জন্য, শিল্পীর বাকস্বাধীনতাকে রুদ্ধ করার জন্য। উন্নত দেশগুলোর কোথাও সেন্সর বোর্ড নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নানা নামে সার্টিফিকেশন বোর্ড রয়েছে যেখানে চলচ্চিত্রকে দর্শকের বয়স অনুযায়ী গ্রেডিং দিয়ে দেওয়া হয়। কোন সিনেমা আঠারো প্লাস, আর কোনটি ষোল প্লাস- এই গ্রেডিং করা ছাড়া কোন বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করেন না (risingbd.com, ২০২৫)। সেন্সর বোর্ড ও সার্টিফিকেশন বোর্ডের কাজের মূল পার্থক্য কী? চলচ্চিত্রজনদের সাথে আলাপে এটুকু স্পষ্ট, সেন্সর বোর্ড চাইলে যেকোনও ছবিতে কাঁচি চালাতে ও নিষিদ্ধ করতে পারে, এমনকি ছাড়পত্র না দিয়ে ফেলে রাখতে পারে হিমাগারে। সাধারণত সার্টিফিকেশন বোর্ড এসব পারে না। এই বোর্ড সিনেমা দেখার পর গ্রেডিং দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। তাদের রায়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে দর্শকশ্রেণি। মোটা দাগে সার্টিফিকেশন বোর্ড মানে সব সিনেমাই উন্মুক্ত (মানজুর, ২০২৪)।

মালয়েশিয়া ২০০২ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন দ্বারা তাদের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনটি মালয়েশিয়া ২০০২ সালের ১লা এপ্রিল কার্যকর করে এবং ১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র (সেন্সরশিপ) আইন বাতিল করে। এই আইনটি সেন্সর বোর্ড, আপিল কমিটি প্রতিষ্ঠা করে, চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে এবং আইনের প্রয়োগ, বাজেয়াপ্ত এবং গ্রেফতার সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রদান করে (Guan 2013)। বাংলাদেশের ফিল্ম সেন্সরশিপ আইন মূলত তিনটি মূল আইনের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে। সেন্সরশিপ অফ ফিল্ম অ্যাক্ট ১৯৬৩, বাংলাদেশ সেন্সরশিপ অফ ফিল্মস্ রুলস্ ১৯৭৭ এবং কোড ফর সেন্সরশিপ অফ ফিল্মস ১৯৮৫। মূলত ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড হওয়ার আগে ইউ (U) এবং এ (A) এই দুই ক্যাটাগরিতে সেন্সর সনদ দেওয়া হতো। ইউ (U) ক্যাটাগরিতে যে কোন বয়সী দর্শকই সিনেমাটি দেখতে পারবেন। যেখানে, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইতিবাচক শিক্ষা এবং একই সাথে আনন্দদায়ক হবে। অন্যদিকে, এ (A) ক্যাটগরির সিনেমা ১৮ বছর বা তদুর্ধ বয়সী দর্শকরা দেখতে পারবেন (ইসলাম এবং অনান্য ২০১৯)। গবেষক ইসলাম এবং রহমান (২০১৯) *Film Rating and Its Current Challenges in Malaysia and Bangladesh* শীর্ষক চলচ্চিত্র রেটিং এবং মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশে এর চ্যালেঞ্জ বিষয়ক একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয়েছে:

> বাংলাদেশ ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইনের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সেন্সরশিপ পরিচালনার জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বোর্ড নিয়োগ করে যা ১৯৭২ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনে যে কেউ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে চাইলে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ বোর্ডেও কাছ থেকে সেন্সর সনদ নিতে হবে। একই সাথে চলচ্চিত্র অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা বোর্ডের রয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে সরকারের কাছে আপিল করা যেতে পারে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। (ইসলাম এবং রহমান, পৃ. ৮৫৯)

উপরিউক্ত গবেষকদ্বয় মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র রেটিং সিস্টেম কাঠামোর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণাটি যেহেতু ২০১৯ সালে প্রকাশিত সেহেতু এটি বাংলাদেশের ১৯৬৩ সালের ফিল্ম সেন্সর আইনটি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধটিতে তারা বাংলাদেশে ফিল্ম রেটিং এর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। মালয়েশিয়া ফিল্ম সেন্সরশিপ দাঁড়িয়ে আছে ফিল্ম সেন্সরশিপ অ্যাক্ট ২০০২ এবং ফিল্ম সেন্সরশিপ গাইডলাইন ২০১০ এর উপর। মালয়েশিয়ায় চার ধরনের চলচ্চিত্র রেটিং রয়েছে। তা হচ্ছে ইউ (U), পি-১৩(P-13), ১৮ (18) এবং ইউ (U) ক্যাটাগরি সিনেমা যেকোন বয়সের দর্শক দেখতে পারেন। এই ক্যাটাগরির সিনেমায় একই সাথে নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে। অন্যদিকে, পি-১৩(P-13) ক্যাটাগরিতে ১৩ বছরের নীচের বয়সের দর্শক পিতামাতা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে চলচ্চিত্র দেখতে পারবেন যা কিছু একটি শিশুর মনোজগতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে তা রাখা যাবে না। ১৮ (18) এই ক্যাটগরিতে ১৮ এবং তদুর্ধ বয়সের দর্শকরা সিনেমাটি দেখতে পারবেন। এই ক্যাটাগরির সিনেমায় ভয়াবহতা, রক্তাক্ততা ও হিংস্রতা থাকতে পারে তবে তা কোনভাবেই অতিরিক্তি মাত্রায় থাকতে পারবে না (ইসলাম এবং অনান্য ২০১৯)।

ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্লাসিফিকেশন (BBFC) যুক্তরাজ্যের একটি বেসরকারী সংস্থা যা চলচ্চিত্র, ভিডিও এবং কম্পিউটার এবং কনসোলভিত্তিক গেমগুলোকে যা যুক্তরাজ্যের বাজারে বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পায় তা শ্রেণিবদ্ধ করে (British Board of Film Classification, 2025)। নিজেদের কাজের পরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে:

> ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্লাসিফিকেশন (BBFC)-তে আমাদের লক্ষ্য হল শিশু এবং পরিবারগুলোকে তাদের জন্য কোনটি সঠিক তা বেছে নিতে এবং কোনটি সঠিক নয় তা এড়াতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে তাদের ভালোভাবে বেছে নিতে সহায়তা করা। (British Board of Film Classification, 2025)

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্লাসিফিকেশন (BBFC) কোন সরকারী সংস্থা নয় বরং একটি বেসরকারী সংস্থা। অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের এই সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার সরাসরি সরকারের কোন হস্তক্ষেপ নেই। তাদের এই সার্টিফিকেশন এর লক্ষ্য হলো শিশু এবং পরিবারগুলোকে তাদের জন্য কোনটি সঠিক তা বেছে নিতে এবং কোনটি সঠিক নয় তা এড়াতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে তাদের ভালোভাবে বেছে নিতে সহায়তা করা। ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্লাসিফিকেশন (BBFC) এর চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের বেশ কয়েকটি মূল নীতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক বিষয়বস্তু থেকে রক্ষা করা, ভোক্তাদের বিশেষ করে পিতামাতা এবং অভিভাবকদের ক্ষমতায়িত করা যাতে করে শিশুদের প্রতি এক ধরনের জ্ঞাত দর্শনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। থীম এবং ট্রিটমেন্টের দিক থেকে যথোপযুক্ত সর্বাধিক সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করা। প্রাপ্তবয়স্কদের নিজস্ব বিনোদন বেছে নেওয়ার অধিকারকে সমর্থন করে যতক্ষণ না এটি আইনের মধ্যে থাকে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকারক না। ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্ল্যাসিফিকেশন (BBFC) অনুযায়ী, ছয় ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে। ইউ (U)- সকলের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী, পিজি (PG)- সকলের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী, তবে আট বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের তত্ত্বাবধান/Parental Guidience আবশ্যকীয়, ১২ (12)/১২এ (12A)- বারো বা তদুর্দ্ধ বছর বয়সীদের উপযোগী, ১৫ (15)- পনের বা তদুর্দ্ধ বছর বয়সীদের উপযোগী, ১৮ (18)-শুধু প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য উপযোগী, আর ১৮(R18)-শুধু বিশেষ

লাইসেন্সপ্রাপ্ত সিনেমা হলে এবং যৌন বিষয়ক শপে প্রদর্শন উপযোগী (British Board of Film Classification, 2025)।

বাংলাদেশের প্রতিবেশি ভারতের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের বোর্ডের নাম সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)। এটি গঠন করা হয়েছে ১৯৫২ সালের সিনেমাটোগ্রাফ আইনের অধীনে। এই বোর্ডের প্রধান কার্যালয় মুম্বাইতে এবং অন্যান্য আরো নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> কোনও চলচ্চিত্র জনসম্মুখে প্রদর্শনের জন্য প্রত্যায়িত হবে না, যদি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতে, চলচ্চিত্র বা এর কোনও অংশ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা বা মানহানি বা আদালত অবমাননার সাথে জড়িত থাকে বা কোনও অপরাধের জন্য উস্কে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন, ২০২৫)

চার দশক আগে সেন্সর যুগের ইতি টেনেছে ভারত। ১৯৮৩ সালে সেন্সর বোর্ডের নাম বদলে সার্টিফিকেশন বোর্ড করেছে দেশটি। ভারতীয় সিনেমার চার ভাগে রেটিং দেয় 'দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অভ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' (সিবিএফসি)। ১. 'ইউ' রেটিং পাওয়া চলচ্চিত্র সব বয়সী মানুষ দেখতে পারবেন। ২. 'ইউএ' রেটিং পাওয়া ছবিতে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য অস্বস্তিকর দৃশ্য থাকতে পারে, প্যারেন্টাল গাইডেন্স অনুসরণ করতে হয়। ৩. 'এ' বিভাগে সনদপ্রাপ্ত ছবি শুধু প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকের জন্য। ৪. 'এস' সনদ পাওয়া ছবি শুধু বিশেষ শ্রেণি-পেশার মানুষের দেখার উপযোগী (হোসেন, ২০২৪)।

বাংলাদেশের আরেক প্রতিবেশি দেশ চীনের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ ব্যবস্থার শুরু হয় ১৯৮০ এর দশকে। ২০০২ সালে চীনের চলচ্চিত্রের সেন্সরশিপ ব্যবস্থা, প্রদর্শন, বাজারজাতকরণ, আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ক 'রেগুলেশন অন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফিল্মস' নামে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় (Dong & Meng, 2024)। তবে চীনের চলচ্চিত্রে কোন রেটিং সিস্টেম নেই তাই সে দেশে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য চলচ্চিত্রসমূহকে অবশ্যই চীনা সেন্সর দ্বারা সমস্ত দর্শকদের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতে হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের চিত্রনাট্য অথবা চলচ্চিত্রসমূহকে সেন্সরের জন্য প্রেস, প্রকাশনা, রেডিও, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন (SARFT) সংস্থার প্রাদেশিক বোর্ড অফিসে জমা দেন। চলচ্চিত্রটি অথবা চিত্রনাট্যটি পরীক্ষণের পর মন্তব্য এবং সুপারিশ দেওয়া হয় এবং সেটি মেনে চলতে হয়। পরিশেষে, পরিবর্তনগুলির পুনরায় পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের সিদ্ধান্তের জন্য চিত্রনাট্য অথবা চলচ্চিত্রটি আবার জমা নেয়া হয় এবং অনুমোদন দেওয়া হয় (Briefing, 2015)। তবে চীনা ফিল্ম রেগুলেশনের আর্টিকেল ২৫ অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয় থাকলে সেটিকে সেন্সর অনুমোদন প্রদান করা হবে না বলা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক. চীনের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক নীতির বিরোধিতা করা

খ. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে বিপন্ন করা

গ. রাষ্ট্রের গোপনীয়তা প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করা বা রাষ্ট্রের মর্যাদা ও স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করা

ঘ. জাতিগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘৃণা ও বৈষম্য উস্কে দেওয়া, তাদের ঐক্যের ক্ষতি করা বা তাদের রীতিনীতি ও অভ্যাসকে অসম্মান করা
ঙ. কুসংস্কার প্রচার
চ. জনশৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করা
ছ. অশ্লীলতা, জুয়া বা সহিংসতা প্রচার করা বা অপরাধ করতে প্ররোচিত করা
জ. অন্যকে অপমান করা বা অপবাদ দেওয়া বা অন্যের বৈধ অধিকার এবং স্বার্থ লঙ্ঘন করা
ঝ. সামাজিক নৈতিকতা ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপদাপন্ন করা

(Briefing, 2015)

চীনের ফিল্ম সেন্সর সিস্টেম বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, সেটি খুব বেশি কাঠামোবদ্ধ নয়। এখানে বাংলাদেশের সার্টিফিকেশন সিস্টেমের মতো কোন বয়সভেদে রেটিং সিস্টেম নেই। তবে নতুনত্বের দিকটি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের পূর্বেই চিত্রনাট্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নির্মাতা বা প্রযোজকগণ সেন্সর বোর্ডের মূল্যবান মতামত বা মূল্যায়ন পেতে পারে। তবে চীনা ফিল্ম রেগুলেশনের আর্টিকেল ২৫ অনুযায়ী উপরের বর্ণিত বেশিরভাগ দিকই বাংলাদেশের সার্টিফিকেশন আইনে লক্ষ্যনীয়। মূলত রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক শৃংঙ্খলা রক্ষার পরিপ্রেক্ষিত থেকেই এই নীতিসমূহ প্রযুক্ত করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ ও বিধিমালা (খসড়া) ২০২৪ঃ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এ মোট ২১টি ধারা এবং এই ধারাসমূহের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উপধারা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে বোর্ডের গঠন, চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন, চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানি সার্টিফিকেশন, প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন, সার্টিফিকেশন সাময়িক স্থগিতকরণ, সার্টিফিকেট বাতিল ও প্রচার সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ, আপিল কমিটি, অপরাধ ও দণ্ড, কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন, বিচার ও ইত্যাদি, নিষেধাজ্ঞা বা অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ জারি, যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সার্টিফিকেশন, বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে বিদেশি শিল্পী-কলাকুশলীদের অংশগ্রহণ এবং বিদেশে দৃশ্য ধারণ, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা এবং রহিতকরণ ও হেফাজত। এগুলোর সবগুলোর এক বা একাধিক উপধারা রয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব হবেন এই সার্টিফিকেশন বোর্ডের প্রধান এবং অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) জন সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হবে। এই সদস্যবৃন্দ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থাকবেন। এই বোর্ডের মেয়াদ হবে ১ (এক) বৎসর, তবে পরবর্তী বোর্ড কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিদ্যমান বোর্ড উহার কার্যক্রম চলমান রাখবে। এছাড়াও বোর্ডের কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। একই সাথে এই আইনের ১১ ধারা বলে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আপিল কমিটি নামে একটি আপিল কমিটিও গঠিত হবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আপিল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এর সভাপতিত্বে এই আপিল কমিটি গঠিত হবে। আপিল কমিটির গঠন ও আপিল নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, আদেশ দ্বারা, আপিল কমিটির গঠন ও আপিল নিষ্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে। বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী বোর্ডের সিদ্ধান্তে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারবেন। আপিল কমিটি, আপিল পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট হলে ধারা ৫ এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট উল্লিখিত মেয়াদের জন্য বৈধ মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। আইনে আপিল নিষ্পত্তির পূর্বে আপিল আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে উপধারা ২ এর অধীনে প্রদত্ত আপিল কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত একথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী বোর্ড, আপিল কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

ক. চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের কার্যাবলি : ২০২৩ সালের ৫২ নং আইন হিসেবে Censorship of Film Acts, 1963 রহিত করে সময়োপযোগী এবং পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন হিসেবে অনুমোদিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩। এই আইনের ৪ নং ধারায় বোর্ডের কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছেঃ

(ক) চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ;
(খ) চলচ্চিত্রের শ্রেণিবিন্যাস ও মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেশন প্রদান;
(গ) চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন সাময়িক স্থগিত বা বাতিলকরণ;
(ঘ) চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন প্রদান;
(ঙ) যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন প্রদান;;
(চ) চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির অনুমোদন ও সার্টিফিকেশন প্রদান;
(ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

[সূত্রঃ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড, ২০২৩, পৃ. ২-৩]

অর্থাৎ এই আইন অনুযায়ী চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড সুনির্দিষ্টভাবে উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে। এই আইনের মাধ্যমে বোর্ড চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ, শ্রেণিবিন্যাসকরণ, মূল্যায়ন প্রতীকসহ সার্টিফিকেট প্রদান, সার্টিফিকেট সাময়িক স্থগিত বা বাতিলকরণ, চলচ্চিত্রের প্রচার সামগ্রীর অনুমোদন প্রদান, যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন প্রদান, চলচ্চিত্র আমদানি ও রপ্তানির অনুমোদন ও সার্টিফিকেশন প্রদানের সিদ্ধান্তের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে।

খ. সার্টিফিকেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান : আইনের ৫ ধারার ১২ উপধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদনকৃত কোন চলচ্চিত্র পরীক্ষণে যদি বোর্ডের নিকট মনে হয় যে, চলচ্চিত্রটির রং, ডাবিং, সাউন্ড, সাউন্ড ইফেক্টসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি অসম্পূর্ণ এবং চলচ্চিত্রটি কাহিনীর নিম্নমান, অসংলগ্নতা, অবিন্যস্ততা, শৈল্পিক গুণাবলি বর্জিত নির্মাণশৈলি বা চিত্রায়ন, রুচিহীন ও দুর্বল নির্মাণ শৈলির কারণে দর্শক উপযোগী নয় তবে বোর্ড চলচ্চিত্রটির অনুকূলে সার্টিফিকেশন মঞ্জুর প্রত্যাখ্যান করবে এবং এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। একই সাথে উপধারা ১৩ অনুযায়ী বোর্ড প্রয়োজনে সার্টিফিকেশনের জন্য জমাদানকৃত কোন চলচ্চিত্রের কাহিনী, উপজীব্য, সংলাপ, দৃশ্য, চিত্রায়ন বা উপস্থাপন কৌশলসহ অন্য কোন বিষয়ে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা সংগঠনের মতামত গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে বোর্ড বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারবে।

গ. আপিল : এই আইনের ১২ ধারা অনুযায়ী সার্টিফিকেটের জন্য প্রত্যাখ্যাত চলচ্চিত্র চাইলে পরিমার্জন বা পুনঃনির্মাণ করে সার্টিফিকেশনের জন্য জমা দিতে পারবে। আইনের ক. উপধারায় বলা হয়েছে আপিল কমিটি আপিল পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট হলে সার্টিফিকেট প্রদান করবে। যদি সন্তুষ্ট না হয় তবে প্রদর্শনের উপযোগী নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং চলচ্চিত্রটিকে সার্টিফিকেশনবিহীন চলচ্চিত্র হিসেবে ঘোষণা করবে এবং আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাবে।

ঘ. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালায় রেটিং ও মূল্যায়ন প্রতীকসমূহ : বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা, (খসড়া) ২০২৪ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদন করা চলচ্চিত্রসমূহকে মোট চারটি মূল্যায়ন প্রতীকের অনুকূলে চার ধরনের সার্টিফিকেশন প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রসমূহকে তাদের কনটেন্টের বিচারে কয়েকটি ভাগে সার্টিফিকেট দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- নৈতিকতা, নগ্নতা, যৌনতা, সহিংসতা, ভীতি উদ্রেককারী দৃশ্য, অশালীন ভাষার ব্যবহার। খসড়া বিধিমালা অনুযায়ী চার ধরনের ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে।

১. **U (ইউ) ক্যাটাগরি :** এই ক্যাটাগরিতে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহ সব বয়সী দর্শকদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। একই সাথে এই ক্যাটাগরিতে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রে কোন ধরনের নগ্নতা, যৌনতা, হিংস্রতা কিংবা অশালীন ভাষার ব্যবহার থাকবে না। সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকলে সেটা হতে হবে স্বল্প পরিসরে। কাহিনীর প্রয়োজনে যদি বন্যপ্রাণী ব্যবহার অথবা ধূমপান বা মাদক সেবনের কোন দৃশ্য/দৃশ্যাবলী থাকে তবে সেক্ষেত্রে সতর্কীকরণ/ডিসক্লেমার আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে।

২. **U (ইউ ১২-১৮ বছর বয়সী) ক্যাটাগরি :** বিধিতে বলা হয়েছে, এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্রসমূহ শুধু ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশু এবং কিশোররাই দেখতে পারবে। এই ধরনের চলচ্চিত্রে হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকতে পারবে এবং স্বল্প মাত্রায় সহিংসতা এবং রোমান্টিকতা থাকতে পারবে।

৩. **PG (পিজি ১২-) ক্যাটাগরি :** এটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রের ক্যাটাগরি। সরকার কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ সার্টিফিকেশন বিধিমালা, ২০২৪ (খসড়া) এর বিধিতে বলা হয়েছে, এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র শুধু ১২ বছরের কম বয়সী শিশুরাই তাদের অভিভাবককে সাথে নিয়ে দেখতে পারবে। এই ধরনের চলচ্চিত্রে হালকা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকতে পারবে। তবে এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্রের ভেতরে সহিসংতা ও রোমান্টিকতা থাকতে পারবে সে ব্যাপারে বিধিতে কোন নির্দেশনা নেই। বিধিতে বলা হয়েছে, এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময় পিতা মাতা/অভিভাবকগণ তাদের প্রাক-কৈশোর শিশুদেরকে অভিভাবকসুলভ নির্দেশনা প্রদান করবেন। এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র যে বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য তাদের মধ্যে সহিংসতা(violence) বা ভীতি উদ্রেককারী (horror)দৃশ্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় বিধিমালায় এই ধরনের চলচ্চিত্রে কোন ধরনের সহিংসতা (violence) বা ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য রাখা যাবে না। সেই বিধানটি রাখা প্রয়োজন ছিল।

৪. **A (১৮+) ক্যাটাগরি :** বাংলাদেশ সার্টিফিকেশন বিধিমালা, ২০২৪ (খসড়া) এর বিধিতে বলা হয়েছে, এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র ১৮ বছরের বেশি বয়সী দর্শকদের জন্য উপযোগী।

এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্রে সীমিত মাত্রায় সন্ত্রাস, ভয়াল দৃশ্য ও যৌন দৃশ্য থাকতে পারবে বলে বলা হয়েছে। একই সাথে বলা হয়েছে এই ধরনের চলচ্চিত্রে স্বল্প মাত্রায় সহিংসতা (violence) ও ভীতি উদ্রেককারী (horror) দৃশ্য থাকতে পারবে। কাহিনীয় প্রয়োজনে ধূমপান/মাদক সেবন/বণ্যপ্রাণী ব্যবহারের কোন দৃশ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে সতর্কবাণী/ডিসক্লেমার থাকতে হবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন, ২০২৪ (খসড়া) বিধিমালার উপরিউক্ত ৪ ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন একটি রেটিং সিস্টেম যা বয়স অনুযায়ী চলচ্চিত্র দর্শকদের শ্রেণিবিভাগ করে। একই সাথে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন, ২০২৪ (খসড়া) বিধিমালার ৪ ধারার ১২ উপধারার বলা হয়েছে যদি বোর্ড কোন চলচ্চিত্রকে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী নয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সার্টিফিকেশনের আবেদন বাতিল বা অগ্রাহ্য করা হবে। একই সাথে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

ঙ. চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনে অনুসরণীয় নীতিসমূহ : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা ২০২৪ (খসড়া) অনুসারে, ৫(খ) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন চলচ্চিত্রের কাহিনী, ঘটনা অথবা সংলাপ কোন শ্রেণির লোকের অনুভূতিতে আঘাত করবে না বা করার সম্ভাবনা নেই। এই ধারাটি সুস্পষ্ট নয়। তবে প্রকারান্তরে যদিও এখানে ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলা হয়নি কিন্তু বিষয়টি সহজবোধ্য যে এখানে আসলে ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে বিধিমালায় ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়টি যুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। একই সাথে (ঙ) ধারায় বলা হয়েছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য জাতির সাথে সুসম্পর্ক বিনষ্টকারী মনোভাব উপেক্ষা করবে। এই উপ ধারাটিও পরিষ্কার নয়।

চ. সার্টিফিকেট সাময়িক স্থগিতকরণ : উপরিউক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপধারা ২,৩ এবং ৪ এ যা কিছুই থাকুক না কেন চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে প্রদর্শিত হওয়া সমীচীন নয় তবে কারণ উল্লেখ করে তিনি সেই চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন সাময়িকভাবে স্থগিতের আদেশ দিতে পারবেন। অর্থাৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান একক ক্ষমতাবলে একটি সার্টিফিকেশনপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন সাময়িকভাবে বাতিল করতে পারবেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে, একটি সার্টিফিকেশনের সমস্ত বিধি মেনে যখন একটি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন পায় সেখানে কী কারণে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হওয়া সমীচীন সেই ব্যাখ্যা এই আইনের রাখা হয়নি। সেটি এই সার্টিফিকেশন আইনের একটি পরস্পরবিরোধী ধারা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু আইনটির ৮ ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে কোন জেলার জেলা প্রশাসক যদি মনে করেন যে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটি তার জেলায় 'প্রদর্শনের অনুপযোগী' এবং 'উহার প্রদর্শন জনস্বার্থে স্থগিত করা প্রয়োজন' তবে তিনি সেই চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন সাময়িকভাবে স্থগিত করে দিতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদর্শনী স্থগিতের জন্য যে উপধারাটি যুক্ত করা হয়েছে সেটিও সাংঘর্ষিক। চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন কমিটি যেটিকে প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দিচ্ছেন একজন জেলা প্রশাসক চাইলে সেটিকে 'প্রদর্শনের অনুপযোগী' বা 'জনস্বার্থে' সার্টিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত একটি চলচ্চিত্র কেন জেলা প্রশাসকের নিকট 'প্রদর্শনের অনুপযোগী' মনে হবে সেই ব্যাখ্যা এই আইনে নেই। সেটি এই আইনের একটি অন্যতম দুর্বল দিক এবং একই সাথে যেটি রাষ্ট্র

কর্তৃক নির্ধারিত চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন কমিটির এখতিয়ারকে খর্ব করে বলে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে।

ছ. আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির বিধান : এই আইনের ১৩ ধারার ১ নং উপধারায় 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৪' ভঙ্গজনিত অপরাধ এবং এর শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আইন অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সার্টিফিকেশন বিহীন অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্রতীক অনুযায়ী চলচ্চিত্রটি কোন স্থানে প্রর্দশন করেন অথবা সহায়তা করেন তবে সেটি একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর জন্য অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একই সাথে এই আইনের ২নং উপধারায় সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির পর প্রদত্ত প্রতীকের কোন পরিবর্তন ঘটান অথবা অনুমোদনবিহীন প্রচার সামগ্রী ব্যবহার করে প্রচার কার্য চালান অথবা প্রচারের জন্য প্রচার সামগ্রী মুদ্রণ, মজুতকরণ অথবা বাজারজাত করেন তবে অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৪' এর এই ধারাটি সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। এটি কার্যকর করা সম্ভবপর হলে সার্টিফিকেশন আইন শক্তিশালীভাবে কার্যকর করা সম্ভবপর হবে বলে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে।

জ. বিচার এবং আইন প্রয়োগের এখতিয়ার : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর ১৫ ধারায় বিচারের বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে। এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 এর বিধান প্রযোজ্য হবে। এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধসমূহের বিচার করবেন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। একই সাথে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩ এর উপধারা ২ এর অধীনে সংঘটিত অপরাধসমূহ (সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির পর প্রদত্ত প্রতীকের কোন পরিবর্তন ঘটান অথবা অনুমোদনবিহীন প্রচার সামগ্রী ব্যবহার করে প্রচার কার্য চালান অথবা প্রচারের জন্য প্রচার সামগ্রী মুদ্রণ, মজুতকরণ অথবা বাজারজাতকরণ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তপসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার হবে।

ঝ. রহিতকরণ ও হেফাজত : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর ২০ ধারার ১ ও ২ নং উপধারায় রহিতকরণ এবং হেফাজতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ এই আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে Censorship of Film Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963) রহিত করা হয়েছে। তবে একই সাথে ১৯৬৩ সালের উক্ত অ্যাক্ট এর অধীনে কৃত কোন কাজ বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনের কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। একই ২ উপধারায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, Censorship of Film Act, 1963 এর প্রণীত কোন বিধি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রদত্ত কোন নোটিশ এই আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বলবৎ থাকবে এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর অধীনে প্রণীত বা জারিকৃত বা প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নতুন সার্টিফিকেশন আইনটির ভিত্তিভূমি হিসেবে রয়েছে Censorship of Film Act, 1963। অর্থাৎ ২০২৩ সালে প্রণীত সার্টিফিকেশন আইনটি ১৯৬৩ সালের সেন্সরশিপ অ্যাক্টের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক না হলে বলবৎ থাকবে।

ঞ. যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও সার্টিফিকেশন : আইনের ১৭ ধারায় যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। আইনের (১) উপধারায় বলা হয়েছে যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ করা

যাবে তবে এক্ষেত্রে পূর্বেই অনুমোদন নিতে হবে এবং উপধারা (২) অনুযায়ী প্রদর্শনের জন্য সার্টিফিকেট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ট. বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে বিদেশি শিল্পী-কলাকুশলীদের অংশগ্রহণ এবং বিদেশে দৃশ্য ধারণ : আইনের ১৮ ধারা ১ এবং ২ নং উপধারায় বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে বিদেশি শিল্পী এবং কলাকুশলীদের এবং বিদেশে চিত্রধারণের বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে বলে বলা হয়েছে। খসড়া বিধিমালার ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে বিদেশি কোন অভিনয় শিল্পী বা কলাকুশলী যে চলচ্চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সেই চলচ্চিত্র ব্যতীত অন্য কোন চলচ্চিত্রে অভিনয় বা কাজ করতে পারবেন না এবং অবশ্যই তাদের সম্পাদিত চুক্তিপত্র বোর্ড কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। খসড়া বিধিমালার ৩ এবং ৪ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে শিল্পী বা কলাকুশলী কতদিন থাকবেন, কোথায় থাকবেন ইত্যাদি চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে এবং উল্লেখিত সময়ের বেশি সময় অবস্থান করলে তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আইনের এই ধারাটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং লভ্যাংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে এই আইনের ধারাটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে।

ঠ. সার্টিফিকেশন বাতিল ও প্রচার সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর ৯ ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী সরকার চাইলে গেজেট দিয়ে কারণ উল্লেখ করে কোন সার্টিফিকেশনপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট বাতিল করতে পারবে এবং চলচ্চিত্রটির প্রদর্শন সমগ্র বাংলাদেশে বা দেশের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রদর্শনের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে। একই ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে আইন অথবা বিধি লঙ্ঘন করে প্রদর্শনের অযোগ্য কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করলে অথবা প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন করলে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করার জন্য পরিদর্শক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন অথবা জেলা তথ্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। এটি একটি ভালো ধারা কারণ মাঠ পর্যায়ে বিষয়টি মনিটর করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকবল ফিল্মো সার্টিফিকেশন বোর্ডের নেই। সেক্ষেত্রে আইনের এই ধারাটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গতিশীলতা নিয়ে আসবে।

৪. সুপারিশমালা

ক. চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন কমিটি গঠনে অতিরিক্ত আমলা নির্ভরতা পরিহার : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩ এবং উপধারা (২) অনুযাযী যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে একজন চেয়ারম্যানসহ অনধিক সদস্য সংখ্যা থাকার কথা বলা হয়েছে ১৪ জন। এর মধ্যে সর্বমোট ৭ জন সদস্য সরকারি কর্মকর্তা। এদের মধ্যে রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, আইন ও বিচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি, অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন) এবং ভাইস চেয়ারম্যান (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড কার্যালয়) এবং প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এর একজন প্রতিনিধি। বাকি ৭ জন সদস্য চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্র থেকে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সার্টিফিকেশন কমিটির চেয়ারম্যানসহ এই সরকারি কর্মকর্তাদের চলচ্চিত্র বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান অপ্রতুল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে কোন চলচ্চিত্রের রেটিং বা প্রতীক বরাদ্দের ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে এই সদস্যদের বিবেচনা/রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, এই সংখ্যাটি কমিয়ে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ বা ৪ জন করা যেতে পারে এবং বাকি তিনটি

পদে একজন চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষক, একজন চলচ্চিত্র সমালোচক এবং একজন শিশু মনোবিদ রাখা যেতে পারে। শিশু মনোবিদ অন্তর্ভুক্তি এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, পিজি ১২- (PG 12-) এই ক্যাটাগরিতে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুরা চলচ্চিত্রটি দেখবে। সেখানে একজন শিশু মনোবিদ শিশুর মনোজগৎে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন।

খ. **মূল্যায়ন প্রতীক/ Rating Symbol এর পরিমার্জন :** বর্তমানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা ২০২৪ (খসড়া) এ মোট চারটি মূল্যায়ন প্রতীক/Rating Symbol রাখা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, ভারত এবং এবং মুসলিম প্রধান দেশ মালয়েশিয়ার চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন এবং রেটিং পদ্ধতি পর্যালোচনা করে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, মোট ৫টি মূল্যায়ন প্রতীক/Rating Symbol থাকতে পারে।

১. **ইউ (U) Universal/Unrestricted :** বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা ২০২৪ এর ইউ (U) ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্রটিকে স্থান-কাল-চরিত্র-সম্প্রদায়-লিঙ্গ ভেদে বৈষম্যমূলক, অশ্লীল, অমার্জিত এবং অপ্রীতিকর সংলাপ এবং ভাষা বিবর্জিত হতে হবে এবং কারো প্রতি কোন উদ্দেশ্যমূলক/অপমানমূলক সংলাপ রাখা চলবে না, এই নির্দেশনা দুইটি যুক্ত করা যেতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে আত্মহত্যা/আত্মহননের মতো বিষয় চলচ্চিত্রটির কাহিনীর প্রয়োজনে থাকতে পারে। তবে সেটিকে কোনভাবেই সরাসরি প্রদর্শন না করে সিম্বলিক উপায়ে প্রদর্শন করতে হবে। যেহেতু সকল বয়সী দর্শকের জন্য এটি উম্মুক্ত এবং ধারণা করা যেতে পারে শিশুরাও চলচ্চিত্রটি দেখতে পারে, তাই এমন কিছু এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্রে থাকবে না যা শিশুর মনোজগৎে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

২. **ইউএ ১২+ (UA 12+) :** আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, এই ক্যাটাগরিতে রেটিং প্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহে বয়ঃসন্ধিকাল বিবেচনায় এবং নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সংলাপ, রোমান্স বা ভীতি উদ্রেককারী দৃশ্যের প্রতীকী ব্যবহার থাকতে পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, সেটি যেন কোনভাবেই উৎসাহ দান, প্ররোচনা বা প্রভাবিত করার মতো না থাকে। কাহিনীর প্রয়োজনে স্বল্প পরিমাণে ধূমপান, সাধারণ মদ্যপান থাকতে পারে তবে সেটি সতর্কভাবে প্রদর্শন করতে হবে যা দর্শককে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত না করতে পারে। বন্য প্রাণী, মাদক ও তামাক বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যথাযথভাবে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সাথে চলচ্চিত্রটিকে স্থান-কাল-চরিত্র-সম্প্রদায়-লিঙ্গ ভেদে বৈষম্যমূলক, অশ্লীল, অমার্জিত এবং অপ্রীতিকর সংলাপ এবং ভাষা বিবর্জিত হতে হবে। কারো প্রতি কোন উদ্দেশ্যমূলক/অপমানমূলক সংলাপ রাখা চলবে না। আত্মহননের মতো বিষয় নিয়ে এখানে কিছু বলা হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে আত্মহত্যা/ আত্মহননের মতো বিষয় চলচ্চিত্রটির কাহিনীর প্রয়োজনে থাকতে পারে। তবে সেটিকে কোনভাবেই সরাসরি প্রদর্শন না করে প্রতীকী উপায়ে প্রদর্শন করতে হবে।

৩. **পিজি ১২- (PG 12-) :** আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, যেহেতু ১২ বছরের কম বয়সী শিশুরা এই রেটিং এর চলচ্চিত্রসমূহ দেখবে তাই এটি সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর এবং এখানে কী কী বিষয় রাখা চলবে না তার পরিষ্কার নির্দেশনা থাকা উচিত। শিশুতোষ চলচ্চিত্র বিবেচনায় এখানে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সংলাপ, ভীতি উদ্রেককারী দৃশ্যের সিম্বলিক ব্যবহার থাকতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, সেটি যেন কোনভাবেই শিশুর মনোজগতে নেতিবাচক প্রভাব না

ফেলতে পারে। কাহিনীর প্রয়োজনে স্বল্প পরিমাণে ধূমপান, সাধারণ মদ্যপান থাকতে পারে তবে সেটি সতর্কভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে কোনভাবেই শিশুদের উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত না করতে পারে। বন্য প্রাণী, মাদক ও তামাক বিষয়ক রাষ্ট্রীয় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যথাযথভাবে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করতে হবে। একই সাথে চলচ্চিত্রটিকে স্থান-কাল-চরিত্র-সম্প্রদায়-লিঙ্গ ভেদে বৈষম্যমূলক, অশ্লীল, অমার্জিত এবং অপ্রীতিকর সংলাপ এবং ভাষা বিবর্জিত হতে হবে। কারো প্রতি কোন উদ্দেশ্যমূলক/অপমানমূলক সংলাপ রাখা চলবে না। আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে আত্মহত্যা/আত্মহননের মতো বিষয় চলচ্চিত্রটির কাহিনীর প্রয়োজনে থাকতে পারে। তবে সেটিকে কোনভাবেই সরাসরি প্রদর্শন না করে সিম্বলিক উপায়ে প্রদর্শন করতে হবে।

৪. **(A) ১৮+ ক্যাটাগরি :** খসড়া বিধিমালায় এই ধরনের চলচ্চিত্রে পরিমিত মাত্রায় সন্ত্রাস, ভয়াল দৃশ্য, যৌনতা থাকতে পারে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটির মাত্রা কীভাবে নির্ধারিত হবে সেটি উল্লেখ করা হয়নি। আলোচ্য প্রবন্ধ সুপারিশ করে যে, কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে যে কোন বিষয় চলচ্চিত্রটিতে প্রদর্শন করা যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট বিবেচনায় রোমান্স, যৌনতা, রক্তপাত, ফাইট বা অ্যাকশন দৃশ্য থাকবে তবে তা হতে হবে কাহিনীর প্রয়োজনে। স্বাভাবিক নগ্নতা বা নারী বা পুরুষের অনাবৃত শরীর প্রদর্শন থাকতে পারে (ব্যক্তির যৌনাঙ্গ বা গোপনীয় অঙ্গ/Private Parts ব্যতীত)। অতিরিক্ত যৌনতা এবং সঙ্গম দৃশ্যের সরাসরি উপস্থাপন এই ক্যাটাগরিতে বিবেচিত না করা। তবে একই সাথে এডাল্ট কনটেন্ট বিবেচনায় নির্মাণশৈলি এবং কাহিনী বিবেচনায় চলচ্চিত্রটি যৌনতা এবং রোমান্সের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ স্বাধীনতা পেতে পারে। তবে সেটি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের কাছে নান্দনিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হতে হবে।

৫. **এস (S) Specialized বা বিশেষায়িত ক্যাটাগরি :** এই ক্যাটাগরি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা ২০২৪ (খসড়া) তে নেই। তবে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, এই ধরনের একটি বিশেষায়িত চলচ্চিত্র ক্যাটাগরি রাখা যেতে পারে। ভারতের চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইনে এই ধরনের একটি ক্যাটাগরি রয়েছে। যে কোন বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠী/পেশা/সম্প্রদায়ের জন্য এই চলচ্চিত্র ক্যাটাগরি রাখা যেতে পারে। এই ধরনের চলচ্চিত্র বিশেষ ক্যাটাগরির শ্রেণি/গোষ্ঠী তথা, ডাক্তার, মনোচিকিৎসক, বিজ্ঞানী, ধর্মীয় সম্প্রদায় এর মধ্যে প্রদর্শন উপযোগী বিষয় এবং এই ধরনের চলচ্চিত্র নিশ্চিতভাবেই সেই নির্দিষ্ট শ্রেণি বা বিশেষায়িত গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রদর্শন সীমাবদ্ধ থাকবে। পাবলিক বা জনপরিসরে এই ধরনের চলচ্চিত্রের প্রদর্শন বেআইনি বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য তাই উপরের ইউ (U) Universal/Unrestricted ক্যাটাগরি এবং (A) ১৮+ ক্যাটাগরির অন্য পালনীয় শর্তসমূহ এই ক্যাটাগরির চলচ্চিত্রের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

গ. চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইনের প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা : যেহেতু এই সার্টিফিকেশন পদ্ধতি বয়স অনুযায়ী চলচ্চিত্রের দর্শক উপযোগিতা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। তাই প্রাপ্ত রেটিং অনুযায়ী চলচ্চিত্রসমূহ স্ব-স্ব বয়সভিত্তিক দর্শকদের নিকট প্রদর্শন করা হচ্ছে কি-না সেটি মনিটর করা এই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেহেতু চলচ্চিত্র সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ডের সারাদেশে এই বিষয়টি নজরদারি করার যথেষ্ট

লোকবল নেই, সেহেতু মাঠ পর্যায়ে এই কাজটি করবেন জেলা/উপজেলা প্রশাসন। ফলশ্রুতিতে, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে এই সার্টিফিকেশন আইন এবং রেটিং সিস্টেম সম্পর্কে কর্মকর্তাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে, এই বিষয়ে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট থাকতে পারে এবং তিনি এই বিষয়ে সামগ্রিক কার্যাবলী মনিটর করবেন।

ঘ. চলচ্চিত্রে তামাকের ব্যবহার এবং পশুপাখির ব্যবহারে সংবিধিবদ্ধ সতর্কবার্তা/ডিসক্লেইমার প্রদর্শন : তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর আলোকে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র নির্দেশিত সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া তামাক/মাদক সেবন চলচ্চিত্রে প্রদর্শনের পুরোটা সময় স্ক্রীনে সতর্কীকরণ যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে হবে। প্রাণী কল্যাণ আইন ২০১৯ এর আলোকে চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত কোন প্রাণী নিহত, আঘাত/ক্ষয়ক্ষতি বা আক্রান্তের স্বীকার হয়নি এমনটি উল্লেখ করে রাষ্ট্র নির্দেশিত সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ চলচ্চিত্রের আগে এবং দৃশ্য চলাকালীন সময়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

ঙ. বিচারাধীন বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে সতর্কতা জারি : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ এ বিচারাধীন কোন বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং সেই ধরনের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বোর্ড কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। এটি নিঃসন্দেহে এই আইনের একটি অন্যতম দুর্বল দিক। কোন বিচারাধীন বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ দর্শকের মধ্যে অনুধাবন (Perception) এর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং জনমত তৈরি করে বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে বিধায় এই বিষয়ক ধারা এই আইনে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে আলোচ্য প্রবন্ধ মনে করে।

চ. সার্টিফিকেট সাময়িক স্থগিতকরণ : এই আইনের ধারা ৫ এর উপধারা ১,৩ এবং ৪ এ যা কিছুই থাকুক না কেন যদি বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সার্টিফিকেট পাওয়া একটি চলচ্চিত্রটি জনগণের মধ্যে প্রদর্শন হওয়া সমীচীন নয় তবে তিনি তা সাময়িকভাবে স্থগিতের আদেশ জারি করতে পারবেন। একই সাথে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও যদি মনে করেন জেলার জনগণের মধ্যে 'প্রদর্শনের অনুপযোগী' বা 'জনস্বার্থে' তিনি উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন সাময়িকভাবে স্থগিতের আদেশ জারি করতে পারবেন। কিন্তু আইনে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত একটি চলচ্চিত্র কেন 'প্রদর্শনের অনুপযোগী' বা সেখানে 'জনস্বার্থে' বিষয়টিই আসলে কোথায়? চলচ্চিত্র সার্টিফিকেট স্থগিত বা প্রদর্শন বন্ধের এই সিদ্ধান্ত কোন একক ব্যক্তির হাতে থাকা উচিৎ নয় বলে মনে করে আলোচ্য প্রবন্ধ। কোন চলচ্চিত্র যদি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর এই আইনের ধারার ব্যত্যয় ঘটায় বা আইনের লংঘন করে তবে সেই ক্ষেত্রেই এই প্রবিধান রাখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা, ২০২৪ এ কোন কোন আইনের ব্যত্যয় হলে বোর্ড চেয়ারম্যান অথবা জেলা প্রশাসক চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেট স্থগিত বা প্রদর্শনী বন্ধ করতে পারবেন সেটির উল্লেখ থাকতে হবে।

ছ. একটি স্বাধীন চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা : আলোচ্য প্রবন্ধ সুপারিশ করে যে, ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম ক্লাসিফিকেশন (BBFC) এর আদলে বাংলাদেশেও একটি স্বাধীন চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করা যেখানে সরকারের বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই চলচ্চিত্র বা ভিডিও কনটেন্ট সার্টিফিকেশন পাবে। সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা বা সরকারের ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছার উপর চলচ্চিত্রের সার্টিফিকেশন নির্ভর করবে না।

৫. উপসংহার

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩ চলচ্চিত্র কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবির ফসল। এই আইনকে কার্যকরি করতে গাইডলাইন হিসেবে তৈরি করা হয়েছে সার্টিফিকেশন বিধিমালা (খসড়া) ২০২৪। এযাবৎকালে যে সকল আইনসমূহের মাধ্যমে চলচ্চিত্রকে প্রদর্শনের উপযোগিতা/অনুপযোগিতা বিচার করা হতো সেগুলো ছিল বিট্রিশ অথবা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের চলচ্চিত্র সেন্সর আইন। যদিও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নানা সময়ে এই আইনসমূহ কিছুটা পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করা হয়েছে। তদুপরি, এসব আইনের মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রকে দেখা হতো শাসক শ্রেণির নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট থেকে এবং শিল্পের প্রতি এক ধরনের নিপীড়নমূলক বা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের শৈল্পিক মত প্রকাশের পক্ষে এক ধরনের বাঁধা/প্রতিবন্ধক হিসেবে। নতুন চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইনের যদিও বেশ কিছু অস্পষ্টতা আছে। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকরি বিধিমালা প্রণয়নের মধ্যে সেই অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে, কোন আইন বা বিধিমালা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এটির দক্ষতার সাথে ও সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধের সুপারিশসমূহ আমলে নিয়ে বিধিমালাটি সংস্কার করা হলে সেটি এদেশের চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে মনে করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

মানজুর ম. (2024, September 23). ''সেন্সর' কেটে 'সার্টিফিকেশন': পার্থক্য কী, প্রত্যাশা কেমন? *Bangla Tribune*. Retrieved from https://www.banglatribune.com

হোসেন, ম. (2025, February 11).. সার্টিফিকেশন বোর্ড কী করছে. *প্রথম আলো*. Retrieved from https://www.prothomalo.com/entertainment/e7bl3mpag3

হোসেন, ম. (2024, September 26). চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশনের মোড়কে সেন্সরই রয়ে গেল. *প্রথম আলো* Retrieved from https://www.prothomalo.com/entertainment/dhallywood/w98n57br79

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1979). *Dialectic of enlightenment* (The culture industry: Enlightenment as mass deception, p. 121). Verso.

Austin, B. A. (1980). Rating the movies. *Journal of Popular Film and Television, 7*(4), 384–399.

Austin, B. A. (1980). The influence of the MPAA's film-rating system on motion picture attendance: A pilot study. *The Journal of Psychology, 106*(1), 91–99.

Bangladesh Film Censor Board. (2016). *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬* [*Annual report 2016*]. Retrieved from https://bfcb.gov.bd/site/view/annual_reports/

Bangladesh Film Certification Board. (2023, November). *বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন আইন, ২০২৩* [*Bangladesh Film Certification Act, 2023*]. People's Republic of Bangladesh. Retrieved from https://bfcb.gov.bd/sites/default/files/files/bfcb.portal.gov.bd/law/f66c

2cf2_93bd_4adf_ae49_8adb237cfc1b/2024-06-05-03-17-da432c406669104ee075c9d5ad65223c.pdf

British Board of Film Classification. (n.d.-b). *Age ratings and film classification*. Retrieved from https://www.bbfc.co.uk/about-classification

British Board of Film Classification (BBFC). (n.d.). Retrieved from https://film.britishcouncil.org/resources/support-organisations/british-board-film-classification

British Board of Film Classification. (n.d.). *Who we are*. Retrieved from https://www.bbfc.co.uk/about-us/who-we-are

Briefing, C. (2015, December 17). *Navigating restrictions in China's film industry - China Briefing News*. China Briefing News.

Central Board of Film Certification. (n.d.-a). *CBFC | Certification*. Retrieved from https://cbfcindia.gov.in/cbfcAdmin/certification.php

Central Board of Film Certification. (n.d.-b). *CBFC | About us*. Retrieved from https://cbfcindia.gov.in/cbfcAdmin/about.php

Daughtry, M. (Ed.). (2007). *Music in the post-9/11 world* (pp. 91–121). London: Routledge.

Dong, Z., & Meng, Q. (2024). Research on China's movie censorship and classification system based on the current status of Chinese and American legislation. In *Advances in social science, education and humanities research* (pp. 661–670). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-323-8_76

Friedman, J. M. (1973). The motion picture rating system of 1968: A constitutional analysis of self-regulation by the film industry. *Columbia Law Review, 73*(2), 185–240.

Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. *Journal of Abnormal Psychology, 106*(1), 95–103.

Guan, S. T. (2013). *Film censorship in the Asia-Pacific region: Malaysia, Hong Kong and Australia compared*. Routledge.

Isam, M. Z., & Rahman, M. M. (2019). Film rating and its current challenges in Malaysia and Bangladesh. *International Journal of Engineering and Advanced Technology, 8*(5C), 857–860. https://doi.org/10.35940/ijeat.E1120.0585C19

Islam, M. Z. (2019). Film rating: A comparative analysis in Malaysia and Bangladesh. *Asia Proceedings of Social Sciences, 4*(1), 7–9. https://doi.org/10.31580/apss.v4i1.530

Risingbd.com. (n.d.-b). সেন্সর বোর্ড এবং সার্টিফিকেশন আইন বাতিল চাই. *Risingbd Online Bangla News Portal*. Retrieved from https://www.risingbd.com

Scherzinger, M. (2017). Double voices of musical censorship after 9/11. In J. Ritter & M. Daughtry (Eds.), *Music in the post-9/11 world* (pp. 91–121). London: Routledge.

Vaughn, S. (2006). *Freedom and entertainment: Rating the movies in an age of new media*. Cambridge University Press.